চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার শিংনগরের দৌলতপুর সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে মোঃ রুহুল আলী নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৪ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সাহাপাড়ার তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা মোঃ সিরাজুল ও তাসকেরা বেগমের ছেলে মোঃ রুহুল আলীকে (৩২) শিংনগরের দৌলতপুর সীমান্তের ১৬৮ এর সাব পিলার ৪ এর (৫-১) নম্বর পিলারের কাছে বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী) সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে বলে জানা যায়। মোঃ রুহুল আলীর পরিবার দাবী করেছে যে, রুহুল আলী সীমান্তের কাছে কৃষি জমিতে পানি দিতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- মোঃ রুহুল আলীর আত্মীয় স্বজন
- প্রতিবেশী
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ রুহুল আলী

মোছাম্মত বেলী আরা (২৫), মোঃ রুহুল আলীর স্ত্রী, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোছাম্মত বেলী আরা অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী ৩ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় কৃষি জমিতে পানি দেবার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে যান। রুহুল রাতে আর বাসায় না ফেরায় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ৪ এপ্রিল ২০১২ ভোর রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় কয়েকজন স্থানীয় লোক তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর দেয় এবং তিনি তখনই ঘর থেকে বের হয়ে উঠানে তাঁর স্বামীর মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি আরো দেখেন যে, মৃত দেহের কপাল থেকে নাভি পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় অসংখ্য গুলির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে আছে। কারা মৃত দেহটি তাঁদের বাড়ীর উঠানে রেখে গেছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি তা জানেন না বলে জানান।

শরিফুল ইসলাম (৩০), রুহুলের ছোট ভাই, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

শরিফুল ইসলাম অধিকারকে জানান, তাঁরা তিন ভাই। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা তিন ভাই ঢাকায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রায় ১ বছর ধরে রুহুল গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন। ৪ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তাঁর ভাবী মোছাম্মত বেলী আরা তাঁকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে রুহুলের মৃত্যুর খবর জানান। খবর পেয়েই শরিফুল ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে চলে আসেন এবং ভাইয়ের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখতে পান। সীমান্তের যে জায়গায় কাজ করতে গিয়ে তাঁর ভাই মারা গেলেন (শিংনগরের দৌলতপুর সীমান্তের ১৬৮ এর সাব ৪ এর (৫-১) নম্বর পিলার) থেকে তাঁদের বাড়ীর দূরত্ব প্রায় ১০০০ গজ। ৪ এপ্রিল ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় শিবগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা এসে লাশ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। লাশের ময়না তদন্ত শেষে তা আবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০ টায় বাড়ীতে ফেরত দিয়ে যায়। রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় স্থানীয় লোকদের সহায়তায় তাঁরা রুহুলের লাশ তারাপুর কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করেন।

মরিফুল (৪০), কৃষক ও রুহুলের প্রতিবেশী, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মরিফুল অধিকারকে জানান, যেহেতু তাঁদের এলাকায় কৃষি জমিতে পানি দেবার জন্য বিদ্যুৎ আসে রাত ১২.০০ টার পর, তাই ৪ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টার পর কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার সময় লোকজনের হৈ চৈ শুনে রুহুলের বাসার দিকে এগিয়ে যান এবং রুহুলের বাসার উঠানে অনেক লোকজন দেখতে পান। তিনি কাছে যেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রুহুলের মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। কিছুক্ষণ পরে বিজিবির (বর্ডার গাড বাংলাদেশ) সদস্যরা রুহুলের বাসায় আসেন এবং কে বা কারা রুহুলকে হত্যা করেছে বা মৃত দেহ বাসা পর্যন্ত কারা দিয়ে গেছে এসব জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

মাসুদ (৩০), ঝিলমিল স্টুডিও মালিক ও রুহুলের প্রতিবেশী, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মাসুদ অধিকারকে জানান, সাহা পাড়া বাজারে তাঁর একটি ফটো স্টুডিও আছে। তিনি জানান ৪ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় রুহুলের সঙ্গে ছিলেন নাম প্রকাশ না করার শর্তে এমন একজন তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, তাঁরা ৪ জন গরু নিয়ে ভারতের শোভাপুর সীমান্ত পার হয়ে যখন বাংলাদেশের দৌলতপুর সীমান্তের ১৬৮ এর সাব ৪ এর (৫-১) নম্বর পিলারের কাছে পৌছাঁন তখন শোভাপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে ঘটনা স্থলেই কাছে থাকা রুহুল গুলিবিদ্ধ হন। বিএসএফ সদস্যরা তাড়া করায় তাঁরা রুহুলকে রেখে দূরে চলে আসেন। ঐ ব্যক্তি দূর থেকে দেখতে পান, একজন বিএসএফ সদস্য মাটিতে পড়ে থাকা রুহুলের মৃত দেহটি তার হাতে থাকা লাঠিটি দিয়ে নেড়ে দেখতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর (হিন্দিতে) বলে 'তোমাদের লোক মারা গেছে একে নিয়ে যাও।' তারপর তাঁরা ৩ জন রুহুলের মৃত দেহটি রুহুলের বাড়ীর উঠানে রেখে দিয়ে চলে যান।

মনোয়ার, নায়েব সুবেদার, শিংনগর সীমান্ত ফাঁড়ী, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মনোয়ার অধিকারকে জানান, ৪ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ৪.৩০ টায় এলাকার একলোকের মাধ্যমে জানতে পারেন, তারাপুর গ্রামে রুহুল নামে এক ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে। এ খবর শুনে

তিনি রুহুলের বাড়ীতে যান এবংওছররা গুল্লি তে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রুহুলের মৃতদেহ সেখানে দেখতে পান। ৪ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় বিএসএফ এর সঙ্গে বিজিবির কমান্ডার লেভেলের পতাকা বৈঠক শিংনগর সীমান্তের কাছে অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন ৩৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার আবুল গফুর, এবং ভারতের বিএসএফ এর পক্ষে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানী কমান্ডার পি বিশ্বাস। বৈঠকে ভারতের শোভাপুর ও বাংলাদেশের দৌলতপুর সীমান্তে রুহুল নামের ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে বিএসএফ এর জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেন বিএসএফ এর কোম্পানী কমান্ডার পি বিশ্বাস ।

মাসুদ পারভেজ, সেকেন্ড অফিসার, শিবগঞ্জ থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মাসুদ পারভেজ অধিকারকে জানান, ৪ এপ্রিল ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০টায় অফিসার ইনচার্জ মির্জা আব্দুস সালাম রুহুলের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করেন। এর পর বিকাল আনুমানিক ৪.৩০টায় তিনি রুহুলের বাসায় যেয়ে গুলিবিদ্ধ একটি মৃত দেহ দেখতে পান। লাশের বুক, পেট, গলা ও কপালে ছররা গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি ঘটনার সঙ্গে বিএসএফ এর সম্পৃক্ততার প্রসঙ্গে বলেন, যেহেতু সীমান্তে গুলি না করার বিষয়ে দুই দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা আলোচনা চলছে তাই মানুষ হত্যার জন্য বিএসএফ নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। তিনি লাশ ময়না তদন্তের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। ময়না তদন্ত শেষে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় রুহুলের লাশ তাঁর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেন। তিনি নিজে বাদী হয়ে ৪ এপ্রিল ২০১২ শিবগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন। যার নম্বর-১৭৮; তারিখঃ ৪/০৪/২০১২। এরপর মাসুদ পারভেজ নিজেই বাদী হয়ে একটি অপমৃত্যু মামলাও দায়ের করেন। যার নম্বর- ৩৩; তারিখঃ ১৫/০৪/২০১২।

ডাঃ অসিত সরকার, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা, আধুনিক সদর হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ডাঃ অসিত সরকার অধিকারকে জানান, ৪ এপ্রিল ২০১২ আনুমানিক বেলা ১২.০০ টায় শিবগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা রুহুল নামে এক ব্যক্তির মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে আনেন । তিনি লাশের ময়না তদন্ত করেন। তিনি জানান, মৃত দেহের নাভি থেকে কপাল পর্যন্ত অসংখ্য গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল। এছাড়াও গলা ও বুকের বাম পাশের সংযোগ স্থলে গোলাকার একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং সেইখানে চামড়ার নিচের অংশে রক্ত জমাট বেঁধে ছিল বলে তিনি জানান। ময়না তদন্ত শেষ হলে সন্ধ্যা ৭.০০ টায় শিবগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে যান।

বিঃ দ্রঃ তথ্যানুসন্ধান কালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে রুহুলের লাশ কাটার সময় ডাক্তারের সাথে থাকা মর্গ-সহকারীকে না পাওয়ায় তাঁর সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

-সমাপ্ত-